মঈন আলীকে আইপিএল খেলার ভিসা দিচ্ছে না ভারত

আইপিএল-২২ শুরু হতে আর এক সপ্তাহও বাকি নেই। প্রথম ম্যাচেই কলকাতা নাইট রাইডার্সের (কেকেআর) মুখোমুখি হবে চেন্নাই সুপার কিংস (সিএসকে)।

কিন্তু এখনবধি ভারতে এসে পৌঁছতে পারেননি চেন্নাই দলের গুরুত্বপূর্ণ পারফরমার মঈন আলী। যদিও অনেকদিন আগেই ভিসার জন্য আবেদন করেছেন এ ইংলিশ অলরাউন্ডার। তার সেই আবেদন আটকে গেছে ইংল্যান্ডের ভারতীয় হাই কমিশনে।

বিষয়টি নিয়ে মহা চিন্তায় পড়েছে সিএসকে ম্যানেজমেন্ট। প্রথম ম্যাচে অভিজ্ঞ তারকাকে না পাওয়ার শঙ্কায় ভুগছে ফ্রাঞ্চাইজিটি। সেই শঙ্কার কথা জানিয়ে চেন্নাই সুপার কিংসের প্রধান নির্বাহী কাশি বিশ্বনাথন শনিবার বলেন, ‘মঈন আলি ২৮ ফেব্রুয়ারি ভিসার জন্য কাগজপত্র জমা দিয়েছিল। তারপর ২০ দিন হয়ে গিয়েছে। তা সত্ত্বেও ছাড়পত্র পাচ্ছে না। অথচ তিনি প্রায়ই ভারতে আসেন। ’

এরপরও আশাবাদী কাশি বিশ্বনাথন। বলেন, ‘আমরা আশা করছি মঈন আলি শিগগিরই দলে যোগ দেবেন। ছাড়পত্র হাতে পেলেই পরের বিমানে ভারতের উদ্দেশে রওনা দেবেন বলে জানিয়েছেন মঈন। বিসিসিআইও এ বিষয়ে আমাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছে। আশা করছি সোমবারের মধ্যে ও ছাড়পত্র পেয়ে যাবে।’

এ মৌসুমের নিলামের আগে মঈন আলিকে ৮ কোটি টাকায় ডিরেক্ট সাইনিংয়ে দলে ভেড়ায় সিএসকে।

তথ্যসূত্র: হিন্দুস্তান টাইমস

আমাকে বল দেন, আমি খেলা বদলে দেব’

‘বাংলাদেশের ছোড়া ৩১৫ রানের টার্গেটে দুরন্ত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল প্রোটিয়ারা। শেষ ১১ ওভারে জয়ের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার প্রয়োজন ছিল ১১৫ রান। ক্রিজে ব্যাট হাতে ঝড় তুলেছিলেন ডেভিড মিলার।

৩৯ বলে ৫১ রানে ব্যাট করছিলেন তিনি। কী করে এ প্রোটিয়া হার্ডহিটারকে থামাবেন সেই চিন্তায় মাথা চুলকাচ্ছিলেন বাংলাদেশ অধিনায়ক তামিম ইকবাল।

বোলিং অস্ত্র তো সব ব্যবহার করে ফেলেছেন, শুধু স্পিনার মেহেদী হাসান মিরাজের বেশি ওভার বাকি ছিল। কারণ মিরাজ তার প্রথম ৪ ওভারে সাফল্য পাননি। কোনো উইকেট না পেয়ে ৩৪ রান দেন। যে কারণে মিরাজকে বিরতিতে রেখে বাকিদের দিয়ে বোলিং করান তামিম।

কিন্তু ৪০তম ওভারের আগে তাকে বোলিংয়ে আনতে তামিমকে অনুরোধ করেন মিরাজ নিজেই। ম্যাচ জিতিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

এদিকে শরিফুল ইসলামের চোট ও বাকি বোলারদের ব্যবহার করে ফেলায় মিরাজের বিকল্পও খুঁজে পাচ্ছিলেন না তামিম।

অনন্যোপায় হয়ে মিরাজের হাতেই বল তুলে দিলেন তামিম। আর স্পিনার দারুণ বল করলেন। প্রথম ৪ ওভারে ৩৪ রান দিয়ে কোনো উইকেট না পাওয়া সেই মিরাজেই কুপোকাত হলো প্রোটিয়ারা। পরের ৫ ওভারে ২৭ রান দিয়ে বিধ্বংসী মিলারসহ ৪ উইকেট শিকার করেন তিনি।

মিরাজের এমন দুর্দান্ত বোলিংয়ের কল্যাণে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে তাদের বিপক্ষে প্রথমবার কোনো ম্যাচ জয়ের স্বাদ পেল বাংলাদেশ দল।

ম্যাচ শেষে মিরাজের ভূয়সী প্রশংসা করে অধিনায়ক তামিম বলেন, ‘সব দলে মিরাজের মতো ক্যারেক্টার প্রয়োজন আছে। কারণ, প্রথম ৪ ওভারে ৩৪ রান দেওয়ার পর সে আমার কাছে এসে বলে, আমাকে বল দেন, আমি খেলা বদলে দেব। সে খুবই আত্মবিশ্বাসী ছিল। এটি অধিনায়কের কাজ সহজ করে দেয়, যখন আপনার খেলোয়াড়রা নিজেদের ওপর আত্মবিশ্বাসী থাকে। সবসময়

হয়তো ফল আমাদের পক্ষে আসবে না, কখনো কখনো আমাদের বিপক্ষেও যেতে পারে। তবে আমি খুব খুশি যে আত্মবিশ্বাসটা তার মধ্যে আছে। এমন চাপের মধ্যে ডানহাতির সামনে ছোট বাউন্ডারিতে বোলিং করা, উইকেট এনে দেওয়া, আমার মতে, সেও আমার ম্যান অব দ্য ম্যাচ।’

নবাগত ইয়াসিরের প্রশংসাও করলেন তামিম। বললেন, ‘ছেলেদের নিয়ে অনেক গর্বিত, সবাই যেভাবে খেলেছে। শুরুতে লিটন ও আমি ভালো একটা ভিত গড়ে দিয়েছি। সাকিব ও ইয়াসির অবিশ্বাস্য খেলেছে। আমার মতে, ইয়াসিরের ইনিংস স্পেশাল ছিল। যেভাবে সে দক্ষিণ আফ্রিকার পেসারদের সামলেছে। শেষে মিরাজের দুই ছক্কা, আফিফের একটি করে চার-ছক্কা, রিয়াদ ভাইয়ের ২৫ রান সবকিছুই গুরুত্ব বহন করে। অবশ্যই এটি অনেক বড় জয় আমাদের জন্য। দক্ষিণ আফ্রিকায় (দ্বিপাক্ষিক সিরিজে) আগে কখনও জিতিনি, তাই এটি বিশেষ জয়।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে যে একাদশ নিয়ে নামবে বাংলাদেশ

২০ বছর দীর্ঘ সময়। এতদিনেও দক্ষিণ আফ্রিকায় তিন সংস্করণের ক্রিকেটের একটিতেও কোনো জয় নেই বাংলাদেশের। অপেক্ষা আরও দীর্ঘ করাটা বোধহয় উচিত হবে না। তাই বলে শুধু এই আশাটুকু করেই আজ সেঞ্চুরিয়নে প্রথম ওডিআইতে খেলতে নামবেন না তামিম ইকবালরা।

সেই লক্ষেই সফরের শুরু থেকেই বেশ কয়েকটি প্রশ্ন দেশের ক্রিকেটপ্রেমীদের মনে।

দক্ষিণ আফ্রিকার বাউন্সি পিচে কেমন হতে পারে বাংলাদেশ একাদশ?

সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে দলে স্বীকৃত ব্যাটার থাকবেন কতজন? জোহানেসবার্গের সেঞ্চুরিয়নে কজন পেসার ও নিয়ে নামবেন তামিম?

বিকেল সাড়ে ৪টায় টস হওয়ার আগে অবশ্য এসব প্রশ্নের উত্তর জানা যাবে না।

তবে দলীয় সূত্রের খবর, টাইগারদের টিম কম্বিনেশনে কোন পরিবর্তন

আসছে না।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে আফগানিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচ সিরিজের শেষ দিন যে ১১ জন খেলেছিলেন আজ সেঞ্চুরিয়নে সেই একাদশ নিয়েই নামবে বাংলাদেশ।

অর্থাৎ, দলে স্বীকৃত ব্যাটার ব্যাটার থাকছেন সাত জন (তামিম, লিটন, সাকিব, মুশফিক, আফিফ, মাহমুদউল্লাহ ও ইয়াসির রাব্বি), পেসার তিন জন (তাসকিন, মোস্তাফিজ ও শরিফুল) ও অফস্পিনিং অলরাউন্ডার মেহেদি মিরাজ।

বাংলাদেশ সম্ভাব্য একাদশ:

তামিম ইকবাল (অধিনায়ক), লিটন দাস, সাকিব আল হাসান, মুশফিকুর রহিম, আফিফ হোসেন ধ্রুব, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ, ইয়াসির আলি রাব্বি, মেহেদি হাসান মিরাজ, তাসকিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান ও শরিফুল ইসলাম।

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে উইন্ডিজকে পেছনে ফেলল বাংলাদেশ

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে চলমান সিরিজের প্রথম টেস্ট ড্র করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এই টেস্টে ধীরগতির ওভার রেটের কারণে শাস্তি পেয়েছেন ক্যারিবিয়ানরা। আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট টেবিল থেকে তাদের দুই পয়েন্ট কেটে নিয়েছে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)।

ক্যারিবিয়ানরা দুই পয়েন্ট হারানোর ফলে পয়েন্ট টেবিলেও বাংলাদেশের নিচে নেমে গেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। মোট ১৪ পয়েন্ট ও শতকরা ২৩.৩৩ পয়েন্ট নিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের অবস্থান এখন আট নম্বরে।

ক্যারিবিয়ানদের চেয়ে দুই পয়েন্ট পিছিয়ে থাকলেও শতকরা পয়েন্টে (২৫.০০) এগিয়ে থেকে সাত নম্বরে উঠে এসেছে বাংলাদেশ। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে সবার ওপরে অস্ট্রেলিয়া। তাদের পয়েন্ট শতকরা

৭৭.৭৭। দ্বিতীয় স্থানে পাকিস্তান এবং তৃতীয় স্থানে দক্ষিণ আফ্রিকা। ভারত আছে টেবিলের চারে। পাঁচে শ্রীলংকা আর ছয় নম্বরে আছে বর্তমান টেস্ট চ্যাম্পিয়ন নিউজিল্যান্ড। শতকরা ১১.৬৭ পয়েন্ট নিয়ে নবম স্থানে আছেন ইংলিশরা।

বিশ্বকাপে নারীদের ঐতিহাসিক জয়, যা বললেন আশরাফুল

প্রথমবারের মতো ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলতে গিয়েই পাকিস্তানের মতো শক্তিশালী দলকে হারিয়েছে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল।

সোমবার নিউজিল্যান্ডের হ্যামিল্টনের সিডন পার্কে টস হেরে প্রথমে ব্যাট করে ৭ উইকেটে ২৩৪ রান করে বাংলাদেশ দল। দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৭১ রান করেন ফারজানা হক। ৪৬ ও ২৪ রান করে করেন অধিনায়ক নিগার সুলতানা ও শারমিন আক্তার।

টার্গেট তাড়া করতে নেমে ফাহিমা খাতুন ও রুমানা আহমেদদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে ৯ উইকেট হারিয়ে ২২৫ রানে ইনিংস গুটায় পাকিস্তান। ৯ রানের ঐতিহাসিক জয় পায় বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল।

বিশ্বকাপের মঞ্চে নারী ক্রিকেট দলের ঐতিহাসিক জয়ের পর বাংলাদেশ দলের সাবেক অধিনায়ক মোহাম্মদ আশরাফুল বলেন, খুবই ভালো লাগছে। মেয়েরা সবসময়ই ভালো খেলছেন। মেয়েরা কিন্তু প্রথম এশিয়া কাপ জিতেছিল ভারতকে হারিয়ে। এবার বিশ্বকাপে প্রথম জয় পেলেন পাকিস্তানের সাথে। আমরাও ১৯৯৯ বিশ্বকাপে পাকিস্তানকে হারিয়েছিলাম।

সোমবার মিরপুরে সংবাদমাধ্যমকে আশরাফুল আরও বলেন, ওরা আরও ভালো কিছুর যোগ্য। বিশ্বকাপের প্রথম জয় সৌভাগ্যের বিষয়। তাও পাকিস্তানের মতো দলকে হারিয়ে। যারা ম্যানেজমেন্টে আছেন এবং খেলেছেন সবাইকে অভিনন্দন। আশা করব এ জয়ের পর মেয়েদের ক্রিকেটের কাঠামো আরও ভালো হবে।

টেস্ট ক্রিকেট ইতিহাসের সবচেয়ে কম বয়সে সেঞ্চুরির রেকর্ড গড়া আশরাফুল আরও বলেন, যেহেতু মেয়েরা টেস্ট স্ট্যাটাস পেয়েছে, তাদের ঘরোয়া ক্রিকেট আরও ভালো করতে পারলে আরও ভালো ক্রিকেটার বের হয়ে আসবে। তারা যেন নিয়মিত খেলতে পারে। যেহেতু টেস্ট স্ট্যাটাস পেয়েছে, তারা কবে টেস্ট খেলবে সেটার পরিকল্পনা করা উচিত। ঘরোয়া ক্রিকেটেও চার দিনের ম্যাচ খেলে যেন টেস্টের জন্য তৈরি থাকে বোর্ডের সেই চিন্তা করা উচিত।

তিনি আরও বলেন, আমি মনে করি প্রত্যেক ম্যাচই তারা ভালো করেছে। আশা করব বাকি ম্যাচগুলোতেও তারা ভালো খেলবে। ফলাফল তো পরের বিষয়। যেভাবে খেলছে এভাবেই যেন খেলে। নারী দলের অভিজ্ঞতা আছে। এই দলে পাঁচজন অধিনায়ক আছে। অভিজ্ঞতা যে প্রভাব রাখে সেটা আজকে দেখা গেছে। আশা করব সামনের ম্যাচগুলোতেও ভালো ক্রিকেট খেলবে।

সাকিবের ‘না’ এখন ‘হ্যাঁ’

সাদা রঙের বিএমডব্লুতে এলেন সাকিব আল হাসান। তার পরনে কালো শার্ট। বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান নামলেন সাদা রঙের গাড়ি থেকে। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডে (বিসিবি) দুজন কি তাহলে শান্তির বার্তা নিয়ে এলেন? সাংবাদিকদের মধ্যে গুঞ্জন। বার্তাটা কী? সাকিব যা বলবেন, বিসিবি তা বিনা বাক্যে মেনে নেবে! বৃহস্পতিবার দুবাই থেকে ফেরার পর একদফা বৈঠক হয়েছে।

শুক্রবার ফোনে কথা হলো। শনিবার মিরপুরে বিসিবির কার্যালয়ে পরিচালকদের নিয়ে বসলেন নাজমুল হাসান। দক্ষিণ আফ্রিকা সফর নিয়ে সাকিবের ‘না’ হয়ে গেল ‘হ্যাঁ’। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে যাবেন। সেটি আজ রাতে-হঠাৎ সিদ্ধান্তবদল। যেন বরযাত্রী রওয়ানা হওয়ার পর বর যাচ্ছেন। অনিশ্চয়তা, নাটক, সংলাপের মধ্যে বাংলাদেশ দল ছাপিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরে আলোচনায় সাকিব। শেষতক মানসিক ও শারীরিক অবস্থার উন্নতি হলো। তিন দিনের মধ্যে তাই সিদ্ধান্তবদল।

এরই মধ্যে বাংলাদেশ দলের সব ক্রিকেটার ও কোচ চলে গেছেন তিন ভাগে ভাগ হয়ে। সাকিব আজ রাতে উড়াল দেবেন। তার সঙ্গে বিসিবির মিডিয়া ম্যানেজার, চিকিৎসকসহ তিনজন সঙ্গী হবেন। তিন ফরম্যাটেই খেলা

চালিয়ে যাবেন সাকিব।

কাল দুপুরে ঘণ্টাখানেকের বৈঠকের পর সাকিব ও নাজমুল হাসান একসঙ্গে সংবাদ সম্মেলনে আসেন। সাকিব প্রথমে জানান, তিনি যাচ্ছেন। এরপর বিসিবি সভাপতি জানান, তিন সংস্করণেই খেলা চালিয়ে যেতে চান সাকিব, সেটির শুরু দক্ষিণ আফ্রিকা সফর দিয়ে। সাকিব, নাকি বাংলাদেশ ক্রিকেট দল আগে? এখন বলতে পারেন, সাকিব। তিনি যে সিদ্ধান্ত নেন, তার বাইরে হয় না কিছুই। বিসিবি কড়া মনোভাব দেখিয়ে সুর নরম করে মেনে নিচ্ছে তার কথা। সরাসরি না বললেও পরোক্ষভাবে বিসিবি জানিয়ে রাখল, বিমানে ওঠার আগেও যদি সাকিব না যেতে চান, সেটাও খারাপ কিছু না! এমনকি দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে তিনি যদি সিরিজের কোনো ম্যাচ খেলতে না চান, সেটিও মেনে নেবে বিসিবি। এক খেলোয়াড়ের জন্য ছাড়ের ছড়াছড়ি।

ছুটি নিয়েও এবার যেতে রাজি হলেও এর আগে তিনবার সিরিজের আগে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন সাকিব। যৌথ সংবাদ সম্মেলনে বিসিবি সভাপতি প্রথমে বলেন, ‘সাকিবের সঙ্গে পুরো বছরের প্রোগ্রাম নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত। সেটা সাকিবের মুখ থেকেই শুনুন।’ সাকিব বলেন, ‘পাপন ভাইয়ের (নাজমুল হাসান) সঙ্গে গত পরশু কথা হয়েছিল। গতকালও (শুক্রবার) কথা হয়েছে, আজ (শনিবার) বোর্ডে আলোচনা হলো। পুরো বছরের পরিকল্পনা আমরা করতে পেরেছি। বিসিবির কেন্দ্রীয় চুক্তিতে তিন ফরম্যাটেই আছি। এই তিন ফরম্যাটেই পুরোটা সময় আমাকে পাওয়া যাবে। বোর্ড সিদ্ধান্ত নেবে, কোন সময় আমাকে বিশ্রাম দেওয়া জরুরি কিংবা নেওয়া দরকার, বোর্ড এই সিদ্ধান্ত নেবে, যার শুরু দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ দিয়ে। দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে আমাকে পাওয়া যাবে।’

বোর্ডের ওপর সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেখানো সাকিবের জন্য এটাই প্রথম নয়।

বিসিবি সভাপতি বলেন, ‘সিনিয়র ক্রিকেটারদের ওপর অনেক চাপ। আমাদের এ বছর ১৪টা ওয়ানডে, ১৫টি টি ২০, আটটি টেস্ট আছে। খেলোয়াড়দের মাঝেমধ্যে বিরতি দরকার। কিন্তু সিরিজের আগ মুহূর্তে বললে আমাদের জন্য বিরাট সমস্যা।’ আফগানিস্তানের বিপক্ষে তৃতীয় ওয়ানডের পর বিসিবি সভাপতি জানিয়েছিলেন, সাকিব দক্ষিণ আফ্রিকা যাচ্ছেন। এরপর দল ঘোষণার পর দুবাইয়ে গিয়ে সাকিব জানান, তিনি শারীরিক ও মানিসকভাবে খেলার মতো অবস্থায় নেই। ছুটি দরকার। বিসিবি দুদিন সময় নেয়। দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনার পর বিসিবি ক্রিকেট পরিচালনা

বিভাগের চেয়ারম্যান জালাল ইউনুস ঘোষণা করেন, সাকিবকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত ছুটি দেওয়া হয়েছে। নতুন সিদ্ধান্ত-তিনি যাচ্ছেন। নাজমুল হাসান বলেন, ‘সাকিব জানিয়েছিল সে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। আমাদের সবারই কোনো না কোনো সময় এরকমটা হয়। আপনারা এজন্য অনেক কারণ বের করে নিচ্ছেন। সে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত, এজন্যই সিদ্ধান্ত নিতে একটু সমস্যা হয়েছে। সাকিব সেটা বলেছেও।’ দুবাই থেকে ফিরে সাকিব বিসিবি সভাপতিকে জানান, তিনি খেলতে চান। বিসিবি সভাপতি আবারও দুদিন সময় নিয়েছেন। সিনিয়র ক্রিকেটারদের পক্ষ নিয়ে নাজমুল হাসান বলেন, ‘দু-একটা সিরিজ যদি কেউ না খেলে, তাতে এত হুলস্থুলের কিছু নেই। বোর্ডও তো কোনো সিরিজের জন্য কাউকে বাদও দিতে পারে। এটা আপনারা খেলোয়াড়ি মনোভাব হিসাবে নিন। এখন আমাদের সবারই উচিত সাকিবকে সমর্থন করা। যেসব আলোচনা, টকশো হচ্ছে, এগুলো কারও জন্যই ভালো না। আমরা সব সময় ওদের পাশে আছি এবং থাকব।’ তিনি বলেন, ‘দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে গিয়ে যদি সাকিব কোনো ম্যাচে বিশ্রাম নিতে চায়, নিতেই পারে। আমি চাই এই বিতর্কের এখানেই অবসান হোক। আমাদের সঙ্গে কোনো খেলোয়াড়ের সমস্যা নেই।’ সাকিব দলে যোগ দিলে সবার উৎসাহ বেড়ে যাবে বলে তিনি মনে করেন।

তবে ক্রিকেটপাড়ায় ফিসফাঁস, আজ যদি দক্ষিণ আফ্রিকার বিমানে না উঠে সাকিব অবারও মানসিক অবসাদকে সামনে নিয়ে আসেন, তখন বিসিবি কী করবে।

যে কারণে কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে বাদ পড়লেন সাইফউদ্দিন-রাহি

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শুরু থেকেই চোট নিয়ে দল থেকে ছিটকে পড়েন মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন। এর পর থেকে জাতীয় দলের কয়েকটি সিরিজ গেলেও জাতীয় দলের জার্সি আর গায়ে দেওয়া হয়নি এ পেস অলরাউন্ডারের। এদিকে পেসার আবু জায়েদ রাহিকেও কেন্দ্রীয় চুক্তিতে রাখা হয়নি।

সম্প্রতি ঢাকা প্রিমিয়ার লিগের অনুশীলনের এক ফাঁকে বাংলাদেশের

কোচদের নিয়ে ‘বেফাঁস’ মন্তব্য করে বসেন সাইফউদ্দিন। সাড়ে পাঁচ মাস কোনো কোচ তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখেনি বলে মন্তব্য করেন সাইফউদ্দিন। বিষয়টি নিয়ে বিসিবি কর্মকর্তাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিলে ক্ষমা চান এই অলরাউন্ডার। কিন্তু এর পরও ভাগ্য খুলেনি তার।

২০২২ সালের কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে বাদ পড়লেন এ অলরাউন্ডার। প্রশ্ন উঠছে, চুক্তিতে না থাকার কারণ কি তার ‘অপরিপক্ব’ মন্তব্য? বেফাঁস মন্তব্যে কপাল পুড়ল সাইফউদ্দিনের? এ বিষয়ে বৃহস্পতিবার ব্যাখ্যা দিয়েছেন প্রধান নির্বাচক মিনহাজুল আবেদীন নান্নু। ‘বেফাঁস’ মন্তব্য নয়, ইনজুরির কারণেই এবারের চুক্তিতে সাইফউদ্দিনকে রাখা হয়নি বলে জানান তিনি।

নান্নু বলেন , ‘সাইফউদ্দিন তো ইনজুরিতে। তাকে বোর্ড যথেষ্ট সময় দিচ্ছে, লন্ডন থেকে ডাক্তারও দেখিয়ে এনেছে। সুস্থ হয়ে প্রিমিয়ার লিগ খেলার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। তাকে যখন জাতীয় দলে পাওয়া যাবে, তখন আমরা আবার চুক্তিবদ্ধ করব।’ এদিকে পেসার আবু জায়েদ রাহিকেও কেন্দ্রীয় চুক্তিতে রাখা হয়নি। গত বছর টেস্টের চুক্তিতে ছিলেন তিনি। এই সময়ে বাংলাদেশ ৯ টেস্ট খেললেও রাহিকে দেখা গেছে মাত্র চার ম্যাচে। সবশেষ নভেম্বরে পাকিস্তানের বিপক্ষে সাদা পোশাকে দেখা গেছে ২৮ বছর বয়সি এ ডানহাতি বোলারকে।

এবার রাহিকে চুক্তিতে না রাখার কারণ জানান প্রধান নির্বাচক, ‘আবু জায়েদ মাঝে অনেকদিন ধরে নিয়মিত হতে পারছে না। এজন্য তাকে এক বছরের জন্য আমরা বাইরে রেখেছি। নিয়মিত হয়ে গেলে আবার তাকে চুক্তিবদ্ধ করতে বলব। ’ এবার চুক্তিতে নেই সাইফ হাসান, সৌম্য সরকার ও শামীম হোসেন পাটওয়ারীও। কেন্দ্রীয় চুক্তিতে এই প্রথম সুযোগ পেয়েছেন মাহমুদুল হাসান ও ইয়াসির আলী রাব্বি। দুজই আছেন টেস্টে।

নতুনদের বিষয়ে প্রধান নির্বাচক বলেন, ‘মাহমুদুল হাসানের সঙ্গে রাব্বিকেও নেওয়া হয়েছে লাল বলের ক্রিকেটে উৎসাহ বাড়ানোর জন্য। টেস্ট ক্রিকেটকে আমরা বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি।’

গাংনীতে ডাচ বাংলা এজেন্ট ব্যাংকের ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগীতার উদ্বোধন

গাংনীতে ডাচ বাংলা এজেন্ট ব্যাংক গাংনী ও বাঁশবাড়িয়া শাখার উদ্যোগে প্রথম ব্যাডমিন্টন টুর্ণামেন্ট প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার দিবাগত রাত ৮ টার সময় গাংনী ঝিনিরপুল পাড়া গাংনী ব্যাডমিন্টন ক্লাব মাঠে এ খেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

ডাচ বাংলা এজেন্ট ব্যাংক গাংনী শাখার পরিচালক খোরশেদ আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মশিউর রহমান। এসময় বিশেষ অতিথি ছিলেন, রাইপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিজানুর রহমান, বিডি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এখলাচুর রহমান বাবু, গ্রামীণ ব্যাংকের গাংনী শাখার ব্যবস্থাপক মহিব্বুর রহমান, গাংনী মাধ্যমিক স্কুল এন্ড কলেজের প্রভাষক কামাল হোসেন, সহকারী শিক্ষক কামরুজ্জামান, হাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জামাল উদ্দীন প্রমুখ।

উদ্বোধনী দিনে জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে দৈতভাবে ৮ টি দল খেলায় অংশ নেন।আগামীকাল বৃহস্পতিবার অনুর্ধো ১৯ একক ও শুক্রবার সন্ধ্যায় একই মাঠে ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে। খেলা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরুস্কার ও সেরা খেলোয়াড় ও ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হবে।

আজকের খেলায় ডাচ বাংলা এজেন্ট টীম ও সাংবাদিক কানন একাদশের খেলা শেষে কানন একাদশের ক্যাপটেন জিসান ফিজাকে ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ নির্বাচিত করা হয়।

ক্রিকেটে নতুন নিয়ম

ক্রিকেটে আবারও তালিকাভুক্ত হলো নতুন কিছু নিয়ম। এমসিসির এক বৈঠকে প্রাথমিকভাবে স্বীকৃতিও পেয়েছে নিয়মগুলো।

এমসিসির বৈঠকে প্রাথমিকভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে নিয়মবদলের বিষয়গুলো। আগামী অক্টোবর থেকে ক্রিকেটের নতুন নিয়মগুলো কার্যকর হবে।

নিয়মগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো— ক্যাচ নেওয়ার সময় দুই ব্যাটসম্যান যদি নিজেদের মধ্যে ক্রস করে নেন। তা হলেও নতুন ব্যাটসম্যানকেই ক্রিজে এসে স্ট্রাইকে দাঁড়াতে হবে।

অর্থাৎ শট নেওয়ার পর ফিল্ডার ক্যাচ নেওয়ার সময় দুই ব্যাটসম্যান প্রান্ত বদল করলে আর আগের মতো নতুন ব্যাটসম্যান ক্রিজে এসে নন-স্ট্রাইকে দাঁড়াতে পারবেন না। তাকেই স্ট্রাইক নিতে হবে। এবার থেকে পুরনো নিয়ম উঠে যাচ্ছে।

নতুন নিয়মে কোনো ব্যাটসম্যান ক্যাচ আউট হলে নতুন ব্যাটসম্যানকেই সরাসরি এসে স্ট্রাইক নিতে হবে। তাতে দুই ব্যাটসম্যান ক্রস করে থাকুক আর নাই বা থাকুক। আউট হওয়ার পর নতুন ব্যাটসম্যান এলে তাকেই স্ট্রাইক নিতে হবে। প্রান্ত বদল করলে নতুন ব্যাটসম্যানের নন-স্ট্রাইকে দাঁড়ানোর নিয়ম আর থাকছে না।

যে কারণে খেলায় ‘বিরতি’ চান সাকিব

আইপিএলে দল না পাওয়ায় দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ঘোষিত দলে রয়েছেন সাকিব আল হাসান। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে যাবেন বলেও জানিয়েছিলেন বিসিবিকে।

কিন্তু হঠাৎ করেই রোববার ব্যক্তিগত কাজে দুবাই চলে গেলেন এ বাঁহাতি অলরাউন্ডার। যাওয়ার আগে খেলতে চান না জানিয়ে বিসিবিতে

চিঠিও দেন সাকিব।

এ খবরে দেশজুড়ে শোরগোল শুরু হয়ে যায় রাতেই।

২২ গজের মাঠের খেলায় কেন বিরতি চান সে কথা উল্লেখ করেন চিঠিতে।

সাকিব জানালেন, ক্রিকেট খেলার মতো মানসিক ও শারীরিক অবস্থায় নেই তিনি। এ মুহূর্তে নিজেকে তার মনে হচ্ছে ক্রিকেট উপভোগ করতে পারছেন না।

সাকিব বলেন, ‘দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ নিয়ে বলতে হয়, আমি মানসিক ও শারীরিকভাবে যে অবস্থায় আছি, মনে হয় না আমার পক্ষে এই মুহূর্তে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলা সম্ভব। আমি যদি একটা বিরতি পাই, যদি ওই আগ্রহটা ফিরে পাই, তা হলে আমার জন্য খেলাটা সহজ হবে। কারণ আফগানিস্তান সিরিজে আমার মনে হয়েছে আমি একজন প্যাসেঞ্জার। আমি যেটি হয়ে কখনই থাকতে চাই না।’

সাকিবের কথা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, আফিগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজে ব্যাট হাতে ছন্দে না থাকায় আপাতত আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে বিরতি চাচ্ছেন তিনি। একই কারণে দক্ষিণ আফ্রিকা সফর থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে চান।

বিসিবি থেকে অবশ্য সাকিবের বিষয়টি নিয়ে ভাবছে।

সাকিব বলেছেন, ‘আমি আফগানিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি ও ওয়ানডে দুই সিরিজই একদমই উপভোগ করতে পারিনি। আমি চেষ্টার ত্রুটি রাখিনি, কিন্তু হয়নি। আমার মনে হয় না, এমন মানসিকতা নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ খেলাটা ঠিক হবে। আমি এ কথা জালাল ইউনুস ভাইয়ের (ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান) সঙ্গে আলাপ করেছি। জালাল ভাই বলেছেন— দুদিন উনিও চিন্তা করবেন। আমাকেও চিন্তা করার সময় দিয়েছেন।’

এমন মানসিকা নিয়ে একাদশে নিজেকে যুক্ত করতে আগ্রহী নন সাকিব।

বিশ্বসেরা অন্যতম অলরাউন্ডার বলেন, ‘এখন পর্যন্ত যদি আমার মন মানসিকতা থাকে, শারীরিক অবস্থা থাকে, তা হলে এটি দলের জন্যই ক্ষতি হবে। যেটি আগেও বললাম, আমার নিজের প্রতি নিজের যে প্রত্যাশা, মানুষের যে প্রত্যাশা, সেটি যদি আমি পূরণ করতে না পারি, তা হলে দলে থাকাটা খুবই দুঃখজনক হবে। এই অবস্থায় যদি খেলতে যাই, আমার সতীর্থদের ও দেশের সঙ্গে প্রতারণা করার মতোই ব্যাপার

হবে, যা আমি অবশ্যই চাই না।’

প্রসঙ্গত তিনটি ওয়ানডে ও দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে আগামী ১১ মার্চ দক্ষিণ আফ্রিকাগামী বিমান ধরবে বাংলাদেশ দল।